মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি

মুখবন্ধ

নদীতীরেই সভ্যতার বিকাশ। বাঙালিদের কাছে নদী ধনজনকল্যাণদায়িনী। ভয়ে হোক বা ভক্তিতেই হোক সাধারণের কাছে বেশির ভাগ নদনদীই দেবকল্প। তাই এ দেশে নদীকেন্দ্রিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য। বস্তুত নদনদীকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য-সংস্কৃতি একটি বিশেষ মাত্রায় স্রোতস্বিনী।

স্রোতধারার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা নিয়ে টাঙন নদী মালদহ জেলায় নৃত্যরতা। ঐতিহাসিক জনপদ মালদহ জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই নদীর গভীর প্রভাব পড়েছে।

মালদহ জেলার অন্যতম প্রাচীন নদী টাঙন। এর অববাহিকা অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। গাজোল, বামনগোলা, পুরাতন মালদহ ও হবিবপুর ব্লক নিয়ে মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকা অঞ্চলের বিস্তার। এই চারটি ব্লক একত্রে মালদহের বরিন্দ এলাকা নামে পরিচিত। এখানকার টাঙনকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক অজানা তথ্য ছড়িয়ে আছে। মুখ লুকিয়ে আছে নানা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্যময় দুষ্প্রাপ্য ইতিবৃত্ত।

তফশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধরনের মানুষের বাস এখানে। চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সব জেলার লোক এই অঞ্চলে বাস করেন। নেপাল ও ভুটানেরও কিছু মানুষ এখানে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কতিপয় মানুষ জীবিকার তাগিদে এখানে এসে ঘর বেঁধেছেন। বাংলা ভাষার সব উপভাষাই এখানে চলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দিও শোনা যায়। ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা রকম কর্মকাণ্ড এই অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে টাঙন অববাহিকা অঞ্চল ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে উঠেছে।

তাই বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক স্বার্থে মালদহের টাঙন নদী-অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সন্ধানপিপাসু নজরের প্রয়োজন ছিল। এগারোটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই গ্রন্থটি সেই অনুসন্ধানী দৃষ্টির গবেষণালব্ধ প্রচেষ্টা।